প্রথম আলো
অভিজিৎ হালদার

প্রথম আলো

আধুনিক কবিতা সংকলন

অভিজিৎ হালদার

যুথিকা সাহিত্য পত্রিকা
ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
নতুনপল্লী, সুভাষগ্রাম, কলকাতা-৭০০১৪৭
ফোন : ৬২৯০৩৩০২৯৬ / ৯০৩৮৯৩২৩৯০

প্রথম আলো

আধুনিক কবিতা সংকলন

রচয়িতা : অভিজিৎ হালদার

গ্রন্থস্বত্ব : অভিজিৎ হালদার

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টম্বর ২০২১

প্রকাশক : **যুথিকা সাহিত্য পত্রিকা**
ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
নতুনপল্লী, সুভাষগ্রাম, কলকাতা৭০০১৪৭-
ফোন : ৬২৯০৩৩০২৯৬ / ৯০৩৮৯৩২৩৯০

সম্পাদনায় : **কল্লোল সরকার**

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ : সুনন্দা নাগ ও যুথিকা সাহিত্য পত্রিকা প্রেস

প্রচ্ছদ : **কল্লোল সরকার**

JSPB NO : PB-399

প্রাপ্তিস্থান : **যুথিকা সাহিত্য পত্রিকা**
ধ্যানবিন্দু কলেজ স্ট্রিট
পাতিরাম কলেজ স্ট্রিট

মূল্য : ভারতে ১৭০ টাকা, বাংলাদেশে ২০০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

এই পৃথিবীর চলার পথে আলোর সন্ধানে বাঁচাতে শিখলাম, বলতে শিখলাম, যাদের স্নেহ লাভ করে জীবনে এগোতে শিখলাম সেই পিতা শ্রী কার্তিক হালদার ও মাতা শ্রীমতী আরতী হালদার- এর দুটি চরণে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে গভীর প্রেমময় আবেশে কবিতার এই বইটি উৎসর্গ করলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নবজাগরণ সাহিত্য গ্রুপের মুল কর্ণধার, কল্লোল ভাই কে আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই, এই গ্রুপের মুখ্য উপদেষ্টা ভগ্নিসম মানষী মহাপাত্র কে আমার বুক ভরা ভালোবাসা, গ্রুপের সমস্ত সদস্য-সদস্যাদের আমার হার্দিক শুভকামনা জানাই।

মুখবন্ধ

মান আর হুঁশের সমণ্বয়ে 'মানুষ' হয়ে ওঠার পেছনে সাহিত্যচর্চা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যচর্চা ব্যক্তি মানুষের কল্পনা আর অনুভূতি নিয়ে এক অনুপম রসায়ন সৃষ্ট করে। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে আমাদের মন অন্যের প্রতি অনুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে পারে। সাহিত্যচর্চা আপনার আমার মগজের যে কোনো পার্থিব বিষয়ে তুলনা করার যোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের মননে যুক্তিবোধ তৈরি করে এবং নতুন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।আমরা সকলেই জানি যে, 'সহিত' শব্দ হতে 'সাহিত্য' শব্দের উৎপত্তি। যার ধাতুগত অর্থ হচ্ছে মিলন। এই মিলন শুধু ভাবের সাথে ভাষার নয়। এই মিলন মানুষের সাথে মানুষের, অতীতের সাথে বর্তমানের, দূরের সাথে নিকটের। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে গল্প, কবিতা, উপন্যাস যাই লেখা হোক না কেনো তা মানুষের অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করে। যার ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারিত যুগ থেকে যুগান্তরে। কবি-সাহিত্যিকরা কল্পনা নির্ভর হলেও বাস্তবে তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকে এককথায় সমাজের দর্পণ বলা যায়। সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। বিভ্রান্ত মনকে হিত অহিতের পার্থক্য বোঝানো। এই জাগরণ মানব মনকে করে তোলে সুশোভিত যা দিকভ্রান্ত মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। ভালো কোনো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ আমরা সহজেই ভুলে যাই না, মনে দাগ কেটে যায়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে আমাদের মনের মানসপটে তা বারংবার ভেসে উঠে। সাহিত্যের শুদ্ধ চর্চা মানুষের মনকে নিয়ে যায় এক অনন্য উচ্চতায়। সাহিত্যের স্নিগ্ধ জলে ধোওয়া পরিশীলিত মন কখনোই জগতের অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সাহিত্য চর্চা মানব মনকে জাগতিক ব্যস্ততা ও অশান্তি থেকে মুক্তি দান করে। মুক্ত আত্মাই কেবল শুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে সভ্যতার বাতিঘরে অতন্দ্র প্রহরী হতে পারে। সুতরাং সাহিত্য পাঠের মূল্য জগতের যেকোনো কিছুর বিচারে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম।

কল্লোল সরকার

সম্পাদক- নবজাগরণ সাহিত্য পরিবার

সূচীপত্র

ঘুম

যে ঘুম আসে না কভু চোখে
সেই রাত্রি হয় না তবু শেষ-
নিভে যাওয়া প্রদীপে
জ্বালাতে চাই আলো।
মৃত্যুর ভয় নেই ঘুমের
শতাব্দীর পাতা লালিত্য পায়
মেঘমুক্ত আকাশের গায়;
স্বপ্নেরা সব পিছু ডাকে
মিশরের পিরামিডের আশায়;-
ঘুমের দুয়ারে বিক্ষুব্ধ আত্মার মতো
খুলে যায় মমির মুখ গুলো:-
আমার চোখ ছিঁড়িয়া যায় শকুনের পালকের মতো,
শূন্য প্রান্তরের মৃত প্রাণীর কঙ্কালের মতো-
জন্মাবে কত অজানা ইতিহাস।
জীবনের স্বাদ মৃত্যু পায়
তবু নক্ষত্র ম'রে না কখনো!
শতাব্দী জেগে রয় ঘুম হয়ে
নিসর্গ জীবনের আবডালে।
আশ্চর্য পৃথিবীর পাহাড়ের গায়
ঝরে পড়ে রাতের নিভে যাওয়া তারাগুলো-
তারপর এখানে একদিন ঢের শতকে
ঘুমের সংকেতে মাথানাড়া দিয়ে ওঠে
অতীতের মৃত লাশ'গুলো।
যেথায় জীবনের হতেছে ক্ষ'য়

সেথায় ঘুমেরা রোজ যায়।
আমি চেয়ে দেখি জীবনে
স্বপ্নেরা হয়ে যায় লহমা।
মানুষে মানুষে মৃত্যুর যুদ্ধে
আমরা সবাই লবডঙ্কা।
সেদিন লালিমা রৌপ্যজয়ন্তী
রোশনাই রোশনি লিপ্ত হয়
নতুন এক মৃত্যুর লাশে।
সুরভি দিয়ে যায় বঞ্চনা-
ঘুমের দেশে বারে বারে।
আমার- ও একদিন হবে ক্ষ'য়
এখানে ঘুম, রাত্রি নেই ঘুমের
চেতনায় জাগ্রত হতে হতে
জীবন ঠেকে গেছে মরুভূমিতে;
তবুও ঘুম পাষাণ হয়ে
চোখকে নিয়ে যায় ঘুমের দেশে।
জানি আমি সান্ত্বনার রাতে
জেগে ওঠে আমার অতীতের লাশ'গুলো;
তারপর একদিন মৃত হয়ে
চলে যায় মৃত্যুর দেশে।
সেদিন ঘুম চলে আসে জীবনে
যে ঘুম এসে-ও পায়নি আমার রাত্রি
সেই ঘুম'ই আমাকে নিয়ে গেলো
একপলকে মৃত্যুর কারাগারে।

প্রেমিকা

কবিতার পাতায় ভেসে ওঠে
নীল আকাশ, নক্ষত্রের আলো।
কিতাদুরস্ত সৌন্দর্য্যের বেশে
দেখা দাও তুমি চোখের পলকে।
এই পৃথিবীর রুদ্ধ প্রাচীর ভেদ করে
ধরণীর ললনা হয়ে প্রেমিকা হও!
অংশুমালী প্রান্তরের ঘাসে
অক্ত হয় বারে বারে।
রাতের সচেতন কোলাহলে
সঙ্গ ত্যাগ করে অক্ষদন্ড।
যখন অক্ষৌহিণী সমস্ত প্রেমিকদের
নিয়ে গেলো,রণভূমিতে-
তখন সকল প্রেমিকাদের কী অবস্থা হয় ?
অগ্রজ হল একটি প্রেমিক
অগোচরে রব রব প্রেমিকার কথা
কে বা শুনবে তার কথা!
কত প্রেমিক মারা গেলো এভাবে
শূন্য হৃদয়ে;- শত শত বছর ধরে-
অথচ যে প্রেমিকা চোখের জলে
সমাজের মানুষের বুক ভাসিয়ে দিলো-

তখন সে ও হয়ে গেলো অনীশ্বরবাদী
অনুক্ষণ অন্য গ্রহের নারী।
তুমি প্রেমিকা হও প্রেমিকা
হতে চেয়ে ও না নারী!
জ্বলে উঠুক পৃথিবী, রক্তাক্ত হোক পথ
তবুও চোখের দৃষ্টি প্রেমিকের হোক।
কালো মেঘপুঞ্জে ভরে উঠুক আকাশ
প্রেমিকা তুমি সাগর হও অনুপল।

প্রিয়তমা

প্রিয়তমা, কল্পনার প্রিয়তমা-
তোমারে দেখে মনে হয় ঝর্ণার থেকেও সুন্দর।
রাতের অন্ধকারে তোমারে দেখলে মনে হয় রাতের পরী-
অথবা ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়- রাজহংসীর রানী-
তখন দেখে তোমায় হারিয়ে যায় সব উদাসীন কবি।

তোমারে দেখে মনে হতো শত শতাব্দী পেরিয়ে
মধ্যরাতে কোনো এক শিল্পীর আঁকা জলছবি।
প্রিয়তমা,অনুভবের এক সুন্দরী নারী
আমারে খুন করেছে তাঁর প্রেমের আবেগে;
এখন আমি শুধু ভেবে ভেবে মরি।
নীলাকাশের রাতের এক উজ্জ্বল তারা তুমি
বিকেলের শেষ আলোয় তুমি অনুতরী।
আবহকাল ক্রমে সমুদ্রের রাশি
শত শত বনময়ূরীর পেখমের বাণী
পুঁতে দিয়েছে অনায়াসে তোমারই চোখের আড়ালে।

আমার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল প্রেম বৃক্ষ
বুঝেছি এই বৃক্ষ আমারে বিদায়ের বার্তা জানায়;
নিত্য প্রেমের অনুভূতির আকাশ বেয়ে

তোমারি বিহনে প্রেম জাগে অনুপমে,
সেজন্যই তুমি আমার গোলাপ বৃক্ষ হলে।

পৃথিবীর অনিবার্য রাত্রির কাছে
জ্যোৎস্নায় মৃত হরিণীরা জেগে ওঠে
শীতল সমুদ্রে গা- ভাসাবার জন্য;
সেই আদিকাল থেকে অপেক্ষায় থাকা পুরুষ হরিণেরা
পুরানো প্রেমিকাদের ফিরে পাওয়ার আশায় তাঁরাও জেগে ওঠে
মৃত থেকে; তখন ঝাপ দেয় শীতল সমুদ্রের বুকে।

শীতের কুয়াশা ঘেরা ঘন রাতে
হারিয়ে যায় প্রেমিক-প্রেমিকা।
প্রিয়তমা ঠিক এমনই করে তুমি
হারিয়ে গেলে হরিণীর সঙ্গী হয়ে,
সেই দুঃখে বনের সকল পুরুষ হরিণ
আত্মহত্যা করলো একে একে।

তুমি যদি আমার মনের প্রিয়তমা হতে
তবে কভু দূরে যেতে না চলে !
প্রান্তরের অনাবিল ঘাসের উপর বসে
দিন গুনে যায় তোমার অপেক্ষাতে।।

দুজনে

আমরা দুজনে একাকী মনে
অভিমানে দূরে গেছি চলে।
আকাশের তারাগুলি সেদিন
ব্যথাভরা রাত আমাদের উপহার দিয়েছিল!

তুমি আছো বহুদূরে
আমি আছি বহুদূরে
তবুও আমার মন
শুধু তোমারই কথা বলে।

দুজনে নির্জনে
কত পথ হয়েছিল চেনা,
আজ সে সব পথ হারিয়ে গেছে
খুঁজে পায়নি সে পথ আজও!

এ প্রেম এক অদ্ভুত প্রেম
শুধু দু'জন কে দূরে যাওয়ার প্রেম!
এই পৃথিবীর সবুজ ঘাসে
ঘুমিয়ে গেছি আজ রাত্রে।

নিঝুম রাতের তারা

আকাশে নিঝুম তারা জ্বলছে যখন
আমি থেমে, পৃথিবীর চেনা মুখে-
অজস্র নক্ষত্রের সমাবেশে একটি তারা
তখনও জ্বলছে মিটমিট করে।
যেই প্রেম-সেই নাম
নতুনেরা আসিয়াছে পুরানো হয়ে;
আমি জাগি - সে ও জাগে
জানিয়াছি আমি এক নিশ্চয়তা
পলকে পলকে আমাদের পিছুটানে,
বাহিরের আকাশ নীল

মৃত চাঁদ জেগে ওঠে
লাল পাহাড়ের গা ঘেঁষে।
এখানে নির্জনে
জীবন হইতেছে ক্ষয়
তবুও হৃদয় বেঁচে থাকে
নিঝুম রাতের তারা হয়ে।

পৃথিবীর নেই আর হুঁশ
আমরা সবাই বেহুঁশ;
পড়িতেছে রাত্রের শিশির
নির্মল ঘাসের ডগার উপর-
মৃত্যুর ব্যথা চোখে ধারণ করে
নিঝুম রাতের তারাটি জ্বলে।

ফুলের খেতের গন্ধে
ভরেছে মন ইশারায়;
অলস রাত্রির বিষন্ন সময়ে
নিঝুম রাতের তারাটি নিভে যায়।

এখানে মৃত্যুর দেশে

এখানে মৃত্যুর দেশে
ভোরের সূর্য ওঠে হেসে,
এ পৃথিবীর অমাবস্যার রাত্রে
অতীতের মৃত লাশ জেগে ওঠে
জীবিত মানুষের রক্তের খোঁজে;
যদি বলি, মানুষের ভিতর মানব
জেগে থাকে মৃত্যুর আগে
এ পৃথিবীর ক্লান্তি-তবুও নেই শেষ
সেইখানে মৃত্যু আসে;
অতীতের মানব জেগে ওঠে
আজকের লাশে;
আজ তবু পৃথিবীর সীমা ছাড়ালে মনে হয়
কোনো এক রাজা-মহারাজার যুগে
যখন নিরীহ মানুষের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো
বিনাদোষে:-নিরালা মনের সুখে।

পৃথিবীর সরল পথে হেঁটে হেঁটে যখন
বুঝতে পারি, পৃথিবীর গভীর মানে-
তখন এক নির্জনতা আমাকে নিয়ে যায়
তেপান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
মাত্র কয়েক যুগ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে
তবুও যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি

তাহা ঢের বেশি প্রিয় মানসের কাছে;
অদ্ভুত এক শক্তি পৃথিবীতে আছে
যাহা মানুষের আত্মাকে নিয়ে যায় অচেনা দেশে।

এখানে মৃত্যুর দেশে
ভোরের সূর্য ওঠে হেসে,
স্পেন থেকে ইতালি
সব হয়ে গেছে আঁকা,
তবুও বাকী থাকে মানবের ইতিহাস
রয়ে যায় পৃথিবীর যুগে।
শতাব্দী আজ মানুষের বুকে
পাহাড়-মরুভূমি-সমুদ্র-আকাশ
এরকম হতে লাগবে আরো লক্ষ- কোটি যুগ;
যখন পৃথিবীতে ঘনিয়ে আসবে গভীর আন্ধার
ঠিক তখনই আন্দোলন গড়ে উঠবে
মানবের বাঁচার আশায়!

একদিন পৃথিবীর আকাশ নীলে নীলে ভরে যাবে
ইতিহাসের শতাব্দীরা তখন সভ্যতার হাতে
উৎসাহ দিয়ে যাবে মানুষের মৃত্যুর কাছে;
নক্ষত্র অভিমানে দূরে যাবে সরে
তখনই মানবের পরাজয় ঘটবে
এখানে মৃত্যুর দেশে।।

এখানে নির্জনে

দেখলে তোকে পায় না খুঁজে
দূরে গেলে পায়
ঠিক কে আমি ভুল করি না
ভুল কে করি ঠিক।

এখানে নির্জনে
তোকে খুঁজে যায় অন্ধ হয়ে,
সামনে গেলে হারিয়ে যায় বনে-
মন ছুঁয়ে যায় নীরব বেশে।

চোখের তারায় বেজে ওঠে
তোর কানের ঐ দুল,
আমি মেঘের দেশে চিঠি লিখে
দুঃখ পেতে শুয়।

আমি দুঃখ ছুঁয়ে হাসি আনি
চাঁদের দেশে হাত বাড়িয়ে,
শূন্য মরুর বালি থেকে
স্বপ্ন আঁকি জীবনে।

এখানে নির্জনে
বেলা চলে যায় সন্ধ্যা এসে,
নিশাচর প্রাণীর লাল চোখ
বদ্ধ ঘরের জানালা খোলে
হাজার বছর পর।

মূর্খ পত্র শব্দ খোঁজে
নীল পাহাড়ের গায়:-
হলুদ চিঠির পাতা তখন
হাওয়াই উড়ে যায়।

একদিকে ভোর হয়
পাখিরা সব জাগে -
অন্যদিকে অনেক মানুষ
নীরবে কেঁদে মরে;
এখানে নির্জনে-দু'জনে।

একদিন

একদিন রাত্রে নির্জন নক্ষত্র
মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে
তবুও কোথাও হাহাকার রটে
মৃত্যু সকলের- রাত্রি নেই।
তারপর একদিন রাত্রে
জীবনের পাতা গেছে পুড়ে
সাদা লাশ নীল হয়ে
সমাধিতে জেগে আছে।
সেদিন আমি খুব দুপুরে
চেয়েছিলাম একবার জীবনে
তবু যদি প্রিয় মানুষের কাছে-
তারপর ঢের বেশি অনেক রাত্রি
একদিন এখানে; নীল তারা
জ্বলছে আর নিভছে।

পৃথিবীতে এই এক অদ্ভুত রাত
জানি আমি কোন নারী ভালোবাসে আমাকে!
সেই নারী,
এক তিল মহাযুগ পেরিয়ে
আমাদের এই পৃথিবীতে
ঝরে পড়ে নীরবে।

মৃত হতে হতে জীবনে
মৃত পাহাড়-মৃত্যু এখানে
ঠিক তারপর মানুষ এখনো চঞ্চল
যে মানুষ-যে দেশটিকে বাঁচিয়ে রাখে
তারপর একদিন কেবলি মানবের ছায়া
ঘোরে প্রান্তরে প্রান্তরে।

আজ নেই পাখিরা নেই
কোথাও নেই গান!
এক নারী, সেই মেয়ে
ভালোবাসে আমাকে।
তার হৃদয় জোনাকির আলো হতে
পৃথিবীর অন্ধের পথে আলো জ্বালায়
এখানে;তন্দ্রালু রাত্রির মতো
খুঁজে যায় পথ।

আমার মৃত্যুদণ্ড খুঁজে পায় ভাবনা
হ্যাঁ এক নারী-একদিন আমাকে বলেছিল
সে নাকি আমাকেই ভালোবাসে।
তারপর কেটে গেলো অনেকদিন
আমি তারে খোঁজ রাখিনি
তবুও অভিসার বেঁচে থাকে জীবনে।

এইখানে সূর্যের দেশে
আকাশ ঢেকে গেছে মরীচিকায়;
মৃত্যুর পিরামিড নীলিমার আলোয়
নুইয়ে পড়ে এখানে মেঘের রাশিতে।

লক্ষ কোটি বছর আগের
আমার মৃত্যুর কারাগার
একদিন ঠিক যেন এখানেই
আমার চোখের জানালায়।
তবুও এক নারী আমাকেই চাই!
মায়াবতী সেই মেয়েটি
রোদের ফসলের খেতে
হেঁটে যায় আল বেয়ে।

পৃথিবীর চারিদিকে বিস্ময় -
আমার শরীর চৈত্রের বাতাসে
এরপর একদিন অলস রাত্রিতে
ঘুমিয়ে গেছি চোখের বিছানায়।।

কবির মৃত্যু

আমি সেই কবি
যাকে কেউ কল্পনায় খুঁজে পাই না।
তুমি যদি এই কবি'টাকে
জ্বলন্ত চিতার আগুনে জ্বালিয়ে দাও
তবুও কোনো দুঃখ নেই;
মানুষের গন্ধে আজ আমি ক্লান্ত
রাতের আকাশ অশ্রুলালিত
এই হেমন্তের মিষ্টি সন্ধ্যায়।

পৃথিবীর সব পথ পার করে আমি
এখানে মেঠো রাস্তায় গোরুর গাড়ি চেপে;
আসিবে কবির মৃত্যু-সবুজের আহ্বানে।
চারিদিকে নীরব শান্ত পরিবেশ
মুখে মুখে কবির মৃত্যুর খবর
রটে যায় দেশ বিদেশে বাতাসের গতিতে।

নীল খামের চিঠি

মনে হয় এই পৃথিবীর বুকে
একদিন জন্ম নিয়েছিলাম আমি
অনেক রাত্রি ধরে এখানে লিপ্ত
আকাশ হতে নীহারিকা
নুইয়া পড়ছে স্বর্গ যাত্রীর মতো;
মৃত্যুর পদচিহ্ন বেড়ে উঠছে এখানে
জীবনকে পিছে রেখে-
এ পৃথিবীর নীল খামের চিঠি
আমার হাতের মুঠোয় ভূমিষ্ঠ হয়ে
সকলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।

আমার জীবনের লাল নীল প্রহর
কুয়াশা ঢেকে ঢেকে নিমন্ত্রণে
বাতাসের দিকে ছুটে চলেছে অনায়াসে;
মরুকে? পাহাড়কে? সাগরকে?
যে পথ আঁকা হয়েছে অনন্তকালে
সেখানে মৃত্যুর প্রহরী হয়ে আমি।

একটা চিঠি-মাএ একটা চিঠি
তোমার লেখা একটা চিঠি পেলাম
জানিনা কিভাবে!
আজ গভীর রাত্রে; জানালার কপাট
খোলা রয়েছে তোমার অপেক্ষাতে!
বিস্ময়-শুধুই বিস্ময় জাগে মনে
কখনো যদি ফিরে না আসে সে!
তবুও একটা ভয় কাজ করে মনে।

আজ অন্ধকার রাত্রির মতো এখানে
প্রান্তরে ঘাসের বিছানায় শুয়ে;
শুধু একটি কবিতা লিখে ছিলাম
তোমার দেওয়া-নীল খামের চিঠির নীচে;
কাকে দেবো চিঠিটি?
শুধু পদচিহ্ন আঁকা হয়েছিল মননে
আজ তবু কল্পনার আকাশ ভরে গেছে
হাজারো নতুন নতুন তারার সমাবেশে।

তবুও পৃথিবীর আলো
চেয়ে থাকে চাতক পাখির মতো করে
কখন সে আসবে জীবনে!
এই নীল বাংলার ভুবনে
হেমন্তের শীতল বাতাস
ফসলের খেতে খেতে দোলা দেয়।

ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছিল
প্রেম কাহিনী; তবুও সেদিন কেনো?
ঝরে পড়েছিল জীবনের পাতাগুলো!
নীল খামের চিঠি রাত্রি পোহালে
একটা কাহিনী রচিত করবে
যেখানে বাতাস শাশ্বত বেশে
মৃত্যুকে হাসি মুখে নিয়ে যাবে
এপার থেকে ওপারে।।

এক বছর ধরে

শেষবার কবে দেখা হয়েছিল তার সাথে-
আমি জানিলাম-বলিতে নাহি পারি
তুমি আবার আসিবে আমার শহরের পথে
এক বছর ধরে!
আমি ভাবলাম কতবার
চাঁদ বুঝি ফিরে গেছে ঘরে,
তারপর একদিন আবার আসবে তুমি!
সেদিন আমি নীলাকাশে দেখিবো
মেঘে মেঘে শিশিরের জল,
জানালার ধারে চেয়ে থেকে
কত তারা জ্বলছে আর নিভছে
তবুও খুঁজিনি অন্য কারো মন;
দেখিলাম সেদিন অনুভবে
এক বছর ধরে!
আমি সারারাত জেগে জেগে
একদিন দুদিন করে
এর চেয়ে তুমি আরো ঢের বেশি
মিশে গেছো আমারই জীবনে।
এক বছর ধরে
শতবার-তারপর একদিন

ঘাসে ঘাসে মৃত চাঁদ
বন হরিণের গায়।
তারপর তুমি আসিবে ভাবিলাম
কিন্তু সেদিনও এলে না তুমি-
আমার মনের সাদা পাতা
অনুভবে লুকোচুরি
বনানীর ঘাসের ডগায়।
শেষ হলেও তবুও নয় শেষ
ফিরে গেছি কল্পনায়
বিস্ময়ের মধ্যরাতের শেষ ট্রেনে-
চেয়ে আছি চারিদিকে তোমারই আশায়
পৃথিবীকে আর আমি দেখিবো না ফিরে
চলে গেছে দিন আমার
প্রায় এক বছর ধরে!

সাদা কাগজ

আমার হৃদয়ের সাদা কাগজে
শুধু তোমারই নাম লেখা।
আমার সকল ভাবনার চোখে
জোনাকির নীল আলো ভরা।
তুমি আছো কল্পনার আকাশে
সকাল-সন্ধ্যা আমারই হৃদয়ের
সাদা কাগজে; নীলাকাশ
স্বপ্ন ভরা মেঘে মেঘে।
কখনো বৃষ্টি ঝরে এখানে
আমার মনের ছোট্ট ঘরে।
সাদা কাগজে লেখা সকল কবিতা
একে একে উড়ে যায় তোমার মনের
ভালোবাসার ঘরে;প্রেম:
এতো শুধু প্রেমেরই বাতাবরণ।
সাদা কাগজ শুধু প্রেমেরই কথা বলে
তুমি আছো সান্ত্বনার মননে।
আমার একটা সাদা কাগজ ছিল!
আমার মনের যত ব্যথা লেখা হত সেখানে,
তোমার নীল ভালোবাসার সাগরে
বয়ে চলেছি আমি স্রোতের টানে।

প্রহরী

পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে আছো তুমি
আমি মাত্র কয়েকদিন প্রান্তরে মৃত্যুর প্রহরী।
ভাবি আমি মনে এর চেয়ে প্রেম গভীরে
দিয়ে যায় আলো; এই আমি প্রান্তরে
রেখে যায় আলো।

এভাবেই পৃথিবীতে আসে কত দিন ও রাত্রি
তার থেকে বলা ভালো চেয়ে আছি কালো!
যাদের হৃদয়ে প্রেম জমে নাই
তারাই তো দিনের শেষে হয়ে যায় ভালো।

পৃথিবীতে এসেছে আজ মানুষের নাম
ঠিকানাতে লিখেছে তারা মৃত্যুর কাল।
প্রান্তরে প্রহরী হয়ে আমি খুঁজে যায়
নক্ষত্রের জল।

পৃথিবীতে বহুবার চেয়েছি আলো
মনে হয় এর চেয়ে বেঁচে থাকা ভালো।
কিন্তু আমি মৃত্যুর প্রহরী হয়ে গেছি
ডাক পায় বারে বারে মৃত্যুর খোঁজে।

আমাকে ভালোবেসে

আমাকে ভালোবেসে ছিল যে
সেই মেয়েটি কে?
ঢের বেশি অনেক সময়
দিন এসেছে আজ-
জানি আমি বহুদূরে চলে গেছে যে
দিন আসে দিনের তরে
ফিরে না তো সে!
ভাবনার কাছে শুয়ে থেকে
হৃদয় গিয়েছে আমার ক্ষ'য়ে
কী বা তাহার মায়া ভালোবাসে কে?

তুমি দিন হলে রাত হতাম আমি
আমাকে আমি ভালোবেসে-
তবুও তো প্রেম আছে জীবনে।
আমাকে না জানিয়ে চলে গেছে যে
সেই মেয়েটি কে ভালোবাসে কে?
আমি তোমায় ভালোবেসেছি তাই
তোমার মনের মাঝে মিশে আছি আজও
বুঝেছি পৃথিবীর সীমানা অন্ধের লীন;
মানুষ নয় তো সভ্যতাতে প্রাচীর ঘেরা পিরামিড
আমাকে ভালোবেসে হয়েছে সে;মমির সমাধি।।

সেদিনের ভালোলাগা

আমি তো দেখছি
কত তারা আকাশে জ্বলছে
কভু নিভছে;
আমি তো দেখিনি
ঝরে যাওয়া জীবন ডায়েরির পাতা।
আমি অনুভবে খুঁজেছি তোমারে
তোমাকেই ভালোবেসে।
সেদিনের ভালোলাগা
আমাকে নিয়ে এসেছে
প্রেমের মুখোমুখি;
সত্য জানি মরণে আমি।
আত্মায় প্রেম জমে হৃদয়ে
শুকনো অতীত-
ফুল ফোটা ঘাসে
ক্যানভাসে রাখা প্রেমের চিঠি
নীল খামে হাতে রেখে
তোমার মনের গহীন বালুচরে।
তোমারে না বলা কিছু কথা
আমারে বারে বারে প্রশ্ন করে?
অতীত ঘেরা অনুভবে,
চেয়ে থাকা স্বপনে
কোথায় দেখেছিলাম আমি তোমারে
তোমাকেই একটু একটু ভালোবেসে।।

ভালোবাসা

চোখেতে আজ ভালোবাসা
পৃথিবীর বিরহের কবিতায়।
মনেতে স্বপ্ন আশা
ভোরের ঘাসে শিশির কণা।
আমি জীবনে বাঁচার ছাড়পত্র পেয়েছি
ভালোবাসার কাছে হেরে গিয়ে।
শহরের রাজপথ হতে
গ্রামের কাদাভরা মেঠো রাস্তায়
খুঁজেছি আমি ভালোবাসার মানে।
আমি সাহস করে ছবি আঁকি
মিষ্টি রোদে দুপুর বেলা।
আমি প্রেম জমায় মেঘে মেঘে
তারার দেশে অন্ধকারে।
ভালোবাসা জানে ভালোবাসার মানে
দূর প্রান্তরের নিভে যাওয়া প্রদীপে।
বৃষ্টি ঝরে বাতাস এসে
মন কাঁদে হা-হুতাশে
এই দিন তবু নাহি আসে।।

হৃদয়ের ডায়েরি

স্মৃতিগুলি আকাশে জমে
কথা বলে বাতাসে,
ভেজা ভেজা রাতে
জোনাকি পোকা জ্বলে।
হৃদয়ের নীল ডায়েরি
স্বপ্ন আঁকে পাতায় পাতায়
অচেনা কোনো এক মেঘে।
রক্তপিপাসু এক পাখি
খোঁজে শুধু রক্তের নদী।
মুর্ছা যায় মনের অতীত
তবুও অনুভবের মৃত হরিণ
বেঁচে থাকে নীল ডায়েরির পাতায়।
দু'চোখে যা স্বপ্ন ছিলো
আজ তা হতে পারতো সত্য!
ঠিক মধ্যরাতের শেষ ট্রেনের যাত্রী হয়ে
ঘুরি যখন দেশ -বিদেশে ;
আমার হাতের লেখা চিঠিতে
জীবন খুঁজে পায় মৃত হরিণী'গুলো।

মৈত্রী ঘটবে যখন দু'-জনের মধ্যে
তখন আমি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়
হাত বাড়িয়ে স্বপ্ন ছুঁয়
মেঘের জমা বিষের কালিতে।
হৃদয়ে মোমের শিখা
জ্বালিয়ে দেয় আমার হৃদয়ে জমে থাকা
ভয়ের অদৃশ্য লেখাগুলি' কে।
দিবা-রাতে মেঘে মেঘে
রামধনু জাগে সাতটি রঙে
তারাদের নিভে যাওয়া আলোর মাঝে।

একটি কবিতা

পূণ্য হোক হৃদয়ের মনস্কাম
নিভে যাক নিরাশার অন্ধকার
জ্বলে উঠুক আশার আলো
জীবনের কোনো এক পাতায়।

ফাগুন ভরা জ্যোৎস্না রাত
নীরব আঘাত কথা বলে
নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের রাশিতে;-
কবিতাই সকল চাওয়া পাওয়া
একটু খানি জীবনের ছোঁয়া
মরে গিয়েও বেঁচে থাকা।

আজ দিবারাত্র আকাশের কোণে
মেঘে মেঘে ঝড় উঠেছে
চারিদিক অথই অন্ধকার।
দূর সীমানা পেরিয়ে ভাগ্যের অদৃষ্টলিপি
ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে
অনায়াসে লিখছে জীবনের জয়গান।

আমার কবিতা ভরা সকল খাতা
শিরোনামের প্রথম পাতায় পাতায়:-
সমুদ্রে আজ আমি নাবিক
প্রান্তরে সাহসী আমি অনাবিল।

একটি কবিতা , বাকীগুলো সবুজ দ্বীপ
আজ নয়তো হোক অন্তিম কবিতা!
অপূর্ণ থাকুক না সকল কবিতা
পূর্ণ হবে একটি কবিতা।

সুদূর হিমালয় হতে নেমে এসেছে
সুপ্রসিদ্ধ একটি কবিতা, নীল খামে
যা আজ আমার হাতে
তুলে রেখেছি যত্নে।।

ফাঁসি

...রুদ্ধনিশ্বাসে রিক্তহস্ত অপলক
কি বা তাহার মায়া নিরন্তর;
উদিতমান ভোরের সূর্য কজ্জল
মেঘ ভেসে যায় উজ্জ্বল।
রাতজাগা নিশাচর পত্র
ফাঁসির তারিখ বলে যায় নির্মল।
দিন আসে দিন যায়
অশ্রু নদী বয়ে যায়।
কিঞ্চিৎ পরিমাণ সাফল্য সামর্থ্য
সাধ জাগায় অনুগ্রহের অনুবাদ।
অন্তজ্বর আমার সাধনা চিরকাল
ফাঁসির দড়ি লিখে দেয় অনুভব।
কোনো এক নীরব মৃত্যুর দেশে
লাশ চলে যায় জীবন্ত বেশে।
বিষে তৈরি নিকোটিন
আগুন জ্বালায় অন্তরে।
দেওয়া নেওয়ার কারাগারে
বন্দী আমি ফাঁসির কয়েদি হয়ে।
আমার মৃত্যুর সরঞ্জাম
দড়ি আর কালো কাপড় অনুক্ষণ।
অনিদ্রা আমার বারোমাস
দুঃখের পাতা ঝরে পড়ে টপাটপ।

আমার মৃত্যুর অনুপাত
পাহাড়ের সমান কঠিন সমাধান।
বিনা দোষে দোষী আমি
ফাঁসির তারিখ রাখি মনে।
মৃত্যু ঘটতে পারে না
আমার কল্পনার জগতে।
রক্ত পিপাসার বিষাক্ত রাত
হিংস্র পশুর নখের মতো
আমার সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে;
অন্তরাত্মা হৃদয়ের প্রদীপ
অন্ধকার হয়ে প্রবেশ করছে
আমার ফাঁসির কারাগারে।
আমার অবদান লেখা
কবিতার পাতায় পাতায়।
আমার মৃত্যুর প্রথম কবিতা
আকাশ বাতাস মরু পাহাড়,
সাক্ষী হয়ে রয়ে যাবে।
আজ থেকে বহু বছর আগে
সাক্ষাৎ হয়েছিল মৃত্যুর সাথে,
অনুভবে কল্পনা রেখে যায় বঞ্চনা।
ভোর হয় পাখি ডাকে-
জীবন দাঁড়ায় অন্ধকারে।

আমার সকল কবিতা মৃত্যুর কথা বলে
অনায়াসে জীবন দান করে মৃত্যুর লাশে।
আমার নীল ডায়েরির
"নীল চিরকুট" উপন্যাস
তারার দেশে অন্ধকার জ্বালে;
ফাঁসি হয়ে গেলো আজ রাত্রে।
এ ফাঁসি নয়তো মৃত্যুর
এ ফাঁসি অমরত্ব লাভের।
আমার প্রত্যাশা জমানো রাগ
বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দুতে ঝরে পড়ে।
আমি মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে
স্বপ্ন দেখি গভীর রাতে।।

মৃত্যুর কারাগার

স্রোতহীন নদী বয়ে চলে
মৃত্যুর কারাগারে;
হিমালয়ের হিমশৈল
সারা শরীরে কাঁপুনি ধরাচ্ছে।
আমার চোখে মৃত্যুর রাস্তা
কারাগারের সীমানায়।
আমার লেখা কবিতা
মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করছে
মৃত্যুর কারাগারে।
এই মৃত্যুর কারাগার
শত শত বছরের পুরানো-
অতীতের"কালের কষ্টি পাথরের"।
কেবলি ভয় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে
অনুভবে কল্পনা মৃত্যুর কারাগারে।

কোনো এক অচেনা মানুষ
এসেছিল এই মৃত্যুর কারাগারে-
তাহার মৃত্যু ঘটেছে অনায়াসে
হাজার বছর আগে।
কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটেনি
এই মৃত্যুর কারাগারে।

মৃত্যুর কারাগারে বিষাক্ত বাতাস
সারা দিন-রাত বয়ে চলে;
আমার লেখা কবিতা
মৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে তখন'ই মুক্তি ঘটে।

এ মৃত্যুর কারাগার
শুধু আমার কবিতা লেখার জন্য
অন্য কারো জন্য নয়!!
ভুল করে কেউ যদি
মৃত্যুর কারাগারে আসে,
তাহার মৃত্যু অনিবার্য
এই মৃত্যুর কারাগারে।
আমি মৃত্যুর কারাগারে
কবিতায় ভরা বিছানায় শুয়ে
কবিতা লিখি গভীর রাত্রে।

চারিদিকে ভোরের সকাল
ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু
উজ্জ্বল আলোয় ভরপুর।
নীল মেঘেরা সব সাদৃশ্য মেলে ধরে
আকাশের কোণে কোণে
শেষ বিকেলের অপেক্ষাতে।

এই মৃত্যুর কারাগারে
বন্দী আমি কবিতা লেখার বশে,
একাকী অনুভূতির রাতে
ঘুমিয়ে পড়েছি কবিতা লিখতে লিখতে।।

আমি আছি

আমি আছি পৃথিবীর কোনো এক জীবনে
দূরে দূরে বহুদূরে অজানা কোনো পথের ধারে।
যখন বর্ষার জল ঝরে পড়ে ভুবনে
আমি চেয়ে থাকি নীল আকাশের দিকে।

ভেবে ভেবে মন আমার কাঁদে অনুভবে
কখনো জীবন গড়া পেন্সিলে
লিখে দেয় অতীত ইতিহাস
চোখকে অজানা রেখে।

আমি প্রকৃতি'কে ভালোবেসে
আছি আজও কবিতার কারাগারে-
দিবারাত্রি সেইখানে অতীত দেখি আয়নাতে
ছায়াঘেরা ঘন নীল রঙের দেশে।।

তোমাকে নিয়ে

আমার এই মৃত্যুর শহরে
তোমাকে নিয়ে যতবার ভাবি
ঠিক ততবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি।
তোমাকে নিয়ে এ পৃথিবীর যত পথচলা
ঠিক তার চেয়ে ঢের বেশি অনুভবে মরা।

আমার তারা ভরা আকাশে
মনের সীমানায় প্রেমের চিঠি লিখা।
এখানে মনে যতবার ভাবি আমি
ঠিক ততবার তোমারই প্রেমে পরি।
লাল গোলাপের ফুলদানি সাজিয়ে
পৃথিবীর চারিদিকে অনন্তবাতি জ্বালি।

আমার আমি'টাকেই ভালোবাসি
তুমি তোমার তুমি'টাকেই ভালোবাসো;
এক মাস দু- মাস পেরিয়ে প্রায় এক বছর
শুধু তোমার দেওয়া কথা মেনে চলি,
যদি পৃথিবীতে কখনো বিস্ময় চোখ মেলে
তখন তুমি হারিয়ে যেয়ো নাকো!
তোমাকে আজও চিনতে পারিনি জানো প্রিয়!
একটা ক্ষনিকের দেখায় আমি

তোমার হৃদয়ে গভীর ভাবে জমে গিয়েছিলাম:-
আজ যতই দুঃখ হোক না আমার- তবুও
মেনে নিই; তোমার হাসিটাকে মনে করে।

কয়েক বছর পর যদি আবারও
তোমার সাথে আমার দেখা হয়
তবু আমি তোমাকেই কল্পনায় আঁকবো,
তোমাকে নিয়ে আমি ততবার ভাবি
ঠিক ততবার তুমি আমার মনকে
সাদা কাগজের টুকরোর মতো করে
উড়িয়ে দাও ঝরো হাওয়াতে।

তোমাকে নিয়ে আমার লেখা যত কবিতা
তুলে রেখেছি যত্নে
এ হৃদয়ের গোপন ঘরে।
কখনো যদি হয় তোমার আমার দেখা
তবুও সেদিন আমি তোমাকেই কল্পনায় আঁকবো।

আমার এই মৃত্যুর শহরে
তোমাকে নিয়ে যতবার ভাবি
ঠিক ততবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি।
তোমাকে নিয়ে এ পৃথিবীর যত প্রেম
ঠিক তার চেয়ে ঢের বেশি সান্ত্বনায় ভরা।।

স্বপ্নের সীমানায়

রাত যখন গভীর
চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকার
ঠিক সেই মুহূর্তে স্বপ্নের সীমানায়
কারা যেনো এসে পড়েছে
আমি বিস্ময়ে হতভম্ব!
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের দিকে
মুখে চোখে রাত জাগার অদ্ভুত চিহ্ন
তাদের চোখ থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে,
দূরে প্রান্তরে গিয়ে আমি থেমেছি।
ভোরের আলো আসতেই বুঝতে পারলাম
সারা রাত খনিতে কাজ করে এমন দশা তাদের;
এরা হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ
তাদের নেই তো কোনো দাবি দাওয়া
নেই তো কোনো থাকার জায়গা
তাই তারা মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য
স্বপ্নের সীমানায় এসে রয়েছে।
শোষনের রক্ত চক্ষু
তাদের বুকের রক্ত চুষে নিয়েছে
পড়ে আছে 'শূন্য' হৃদয়
হয়তো এভাবেই তারা একদিন
চলে যাবে আসল স্বপ্নের সীমানায়।।

বিস্ময়

সমুদ্রের জলে জাল আমি ফেলিয়াছি;
দিনে দিনে বসে আছি এখানে
দূর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে
প্রকৃতির বেদনার ডাক শুনি-
আমারে সে ডাকে কাছে।

মানুষ মানুষে আজ দ্বন্দ্ব
কোথাও রক্তস্রোত আসিয়াছে,
আমিও হয়তো তাদের দলে জড়িয়েছি!
এইখানে চোখের পাতায় শুয়ে
ঘুম নাহি আসে
গ্রীষ্মের রাতে।

মনের কত আস্থা
ফাগুন হাওয়া,
নীল ডায়েরির পাতার ঘ্রাণ;
আমারে লিখতে ডাকে;
নেবো নেবো অনেক রাত্রি
সেইখানে মন ছলনাতে
পুকুর পাড়ে পলাশের বনে
লিখবো তবে 'উপন্যাস'
"নীল চিরকুট"শিরোনামে।

আজ এই সান্ত্বনার রাতে
আমার প্রেমের সময় আসিয়াছে;
কৃষ্ণচূড়ার রক্তাত্ত লাল ফুল
গোপনে গোপনে হৃদয় হতে
ফুটছে আলো হয়ে-

অপমানে - আঘাতে-বেদনাতে- ঘৃণাই;
আমি যাবো পাহাড়ের উঁচু সীমানাতে
সেইখানে মন দেবদাসে;
সন্দেহ সন্দেহ তবুও সন্দেহ
শুধু দিশেহারা পথিক,

এস্কিমো-দের আস্তানায়।
সরিষার ক্ষেত হ'তে ধানের ক্ষেতে
তিক্ত শিশির ভেজা পায়ে;
মনের যত আছে ক্ষোভ
আজ তাহা পুণ্য রবে
বিকেলের অস্তগামী সূর্যেতলে।

এই দিন নাহি আসে জীবনে
তফাত গড়ে তফাতে
যদি ঘটে তথাস্তু
তদীয়মান হয় তদুত্তর;
নিভবে না তবু আলো
এ প্রেম মৃত্যুর প্রেম
হাসিমাখা নয়নে

সান্ত্বনা জানে সান্ত্বনাতে।
হারিয়েছি কত প্রাণ
আজ থেকে বহু বছর আগে-
শব্দ-শব্দ- জীবন ভাঙার শব্দ
আশঙ্কা জাগে মনে
তফাতে-দূরত্বে।
ফিরিয়াছি তবু আবার
এই ভুবনে
হঠাৎ করে
পিপাসার রাতে।
ভাবি আমি জীবনে
কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
এসেছিলো মৃত্যু আমার কাছে;
কিন্তু যে রক্ত ঝরে গেছে জীবনে
মৃত্যু ঘটতে পারে না বিরহের কোণে।

আমার হৃদয় হতে-
নীল-সমুদ্রের জলরাশিতে
জাগে অন্ধকার ছায়াঘেরা রাত্রি
হা-হুতাশে জরাজীর্ণ পাতা
চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে
পড়তে বলে সাধে আমারে।

মানুষের কথা ভেবে ব্যথা পেতে
তাহার নয় তো আমারি মতন।
অভিমান করা জোনাকিরা আজ দেবে দেখা
কোনো এক মরুর দেশে।
আমার বুকের প্রেম ও গ্রীষ্মের ঝরাপাতার মতো
কখনো অভিনয়ে বিস্ময়ে মিশে গেছে
তফাতের স্বপ্নলোকে।
আমিও একদিন বেঁচে ছিলাম
বিস্ময়ের কোন এক রাতে?

দৃষ্টি অদ্ভুত এক দৃষ্টি
যা কিছু ছিলো আমার
সে তো দেখার নয়!
সেই প্রথম দিন।
কল্পনা- গোলাপ তুমি কোন বাগানে ফোঁটো?
'শূন্য থেকে শুরু হতে হতে
উপন্যাসের পাতায় পাতায়
একটুও বাঁচার মন্ত্র আনি।
কেবলি ভয়, বেদনার সম্মুখীন হয়ে
তফাত কে পূর্ণ করতে
চেয়ে দেখি জীবনে অনুভবে।

ভালোবাসা
প্রেমের সাহস
আনে জীবনে-

প্রান্তরের ঘাসে শুয়ে থেকে শুকিয়েছে হৃদয়
মনে হয়- বিস্ময়ে-অনুভবে
ব্যথায়- দুঃখে আমাদের সকলের জীবনে
প্রেম জমে গেছে।

কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
সমুদ্রের জাল আমি তুলিয়েছি
অনুভবে- অনুভবে-
স্বপ্নঘেরা জীবনে
বেঁচে আছি
চিরকালে।।

অবহেলা

পৃথিবীর সব মানুষ হয়তো ভালোবাসতে পারে
তবু কেনো তারা সারাজীবন
ঝরিয়ে যায় দু-চোখের জল।
একদিন পৃথিবীতে যে মানুষ এসেছিল
বাঁচার আশায়; তবু কেনো আজ তারা
মৃত্যু চাই!!
যে তোমাকে তোয়াক্কা না করে চলে যায়
দূর সীমানার দিকে; তাঁহাকে তুমি ভালোবাসো?
পৃথিবীতে সব মানুষ গোলাপ ফুলের মতো জন্মায়:
কিন্তু যে গোলাপের বীজ মরুভূমিতে যায়
সেই গোলাপের জন্ম তখন
মরুভূমির তলেই লুপ্ত হয়।

একদিন অবহেলা পেতে পেতে যে মানুষটি
বাঁচার আশা ত্যাগ করেছিল;আজ সেই
মানুষটিকেই খুঁজে যায় সবাই,
হ্যাঁ ঠিক তাই সেই মানুষটি আজ সবার প্রিয়।
মানুষকে যদি নির্বাসন দাও
তবুও মানবের জয় রয়ে যায় আমরণে;
আমি বন্ধ ঘরের জানালা দিতে চাই
দূর আকাশের গায়।

ঠিক শতযুগ পর আমার লেখা কবিতা
কোন্ এক কবি নবরূপ দেবে-
ঠিক তখনই মৃত আত্মা জন্ম নেবে
নীল গোলাপের ফুল হয়ে;
আর সেই গোলাপে থাকবে না কোনো দুঃখ
কিংবা বিচ্ছেদের ঘটনা।

মানুষকে যদি ভালোবাসো
তবে তুমি নির্বাসন দাও আমাকে।
আমি গোলাপের কাঁটা হয়ে ঝরে যাবো
সকলের প্রিয় অবহেলার মানুষটি হয়ে।
তুমি আমাকে নির্বাসন দাও
মরুভূমির উষ্ণ বালির গায়,
বিরহে আমার সকল কান্না
শুষে নেবে মরুভূমির বালুরাশিতে।।

ব্যবধান

আজ আমি অন্ধকার রাত্রির মতো।
জ্বলন্ত দুটি চোখে বিষের আগুন
টগবগ করে ফুটছে হৃদয়ে।

আমাদের ব্যবধান হয়তো আকাশ সমান
বেদনাদায়ক এক অদ্ভুত যন্ত্রণা
আমাদের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে।
বুক থেকে রক্তের কণা
শিশিরের মতো ঝরে পড়ছে
প্রেমের ডায়েরির পাতায়।

ভালোলাগার অনুভূতি'গুলো আজ
একে একে দূরে চলে যাচ্ছে
হিংস্র পশুর ভয়ের মতো।

মধ্যরাত্রের শেষ ট্রেনের যাত্রী হয়ে আমি
পাহাড়ের উঁচু সীমানায় চলে গেছি
অতীতকে একা পিছু ফেলে।
তোমাকে না বলা কিছু কথা
আমাদের ব্যবধান কে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে
আমাদের একাকী নির্জন করে।

আমার শহরের পথে লাশের রক্ত-
কফিনে মোড়া মৃতদেহের জ্বলন্ত চোখে
ব্যস্ত শহর, মৃত হচ্ছে দিনে দিনে।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে জেগে দেখি
আমার প্রিয়তমা মারা গেছে
দু'হাতে তার প্রেমের চিঠি
শিরোনামে আমার নাম- ' লাল অক্ষরে'
এটা ছিলো মধ্যরাত্রের ঘুমের স্বপ্ন
নীল ডায়েরির উপন্যাসে।

আমাদের ব্যবধান হয়তো কল্পনার
অতীত প্রেম অনন্তকাল
আকাশ-বাতাস চিরকাল।

প্রান্তরে প্রান্তরে প্রহরী আমি
যুদ্ধে জয়ী শহীদ আমি
পেয়েছি জীবন কবিতাই আমি।
মরু-পাহাড় বালির দেশে
চিত্র আঁকি হৃদয়ের পটে
তোমার হৃদয়ের সঙ্গী হয়ে।।

একটি বৃষ্টি ভেজা রাত

ঝাউ গাছের ঝোপে ঝাড়ে
হার না মানা হস্তাক্ষর;
উদাসী মনের শকুন উড়ে যাওয়ার মতো
আমার চোখের ভাষা
একটি বৃষ্টি ভেজা রাতে
শত শতাব্দীর শব্দকোষে।

অধুনা এক প্রেমের কাহিনীতে
আমার সাথে কার হয়েছিল পরিচয়!
মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে সেদিন
এসেছিলাম; ঝর্ণা বয়ে যাওয়া
এক ফুলের উপত্যকায়।

পার্বত্য নদীর স্বচ্ছ জলের মতো:-
আমার হৃদয়ের সকল অনুভূতি
একটি বৃষ্টি ভেজা রাতে
আমার প্রেমের উপন্যাসের পাতায়
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

অদ্ভুত এক মনের মানুষ সে
মেঘের সীমানায় হেঁটে হেঁটে
এক বৃষ্টি ভেজা রাতে
আমার ঘরের জানালার সামনে
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার দিকে।

শতযুগের এক মায়াবী নারী সে
আমার হৃদয়ের গোপন ঘরে
দিনরাত ভাবিয়ে তোলে হাজার হাজার
পুরানো দিনের লেখা-গুলোকে।

একটি বৃষ্টি ভেজা রাতে
বারান্দায় বসে আছি আনমনে
স্মৃতির পাতায় ফিরে গিয়ে
কল্পনার সাথে কথা বলি
পালক ফিতার দড়ি টেনে।।

দূরত্ব

কখনও ভাবিনি আমি
দূরত্ব হয়ে যায় কিভাবে!
মন জানে অনন্তকাল
কথা না বলা ভাবনা চিরকাল।

সেদিনের লাবণ্য ভালোলাগা
দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় প্রতিক্ষণ
আষাঢ়ের সবে ঝরা বৃষ্টিতে।

আমি ভাবি অনুভূতি চমৎকার
প্রকৃতি দুঃখ পাই বারোমাস
আমার দুঃখ কবিতা'তেই বনবাস।

আমি চোখের জল জমা রাখি
দূরত্ব'কে পিছু ফেলে
কষ্টকে হাসি মুখে
প্রকাশ করি অতীত হয়ে।

আমি নিভে যাওয়া আলোতে
স্বপ্ন খুঁজি চিঠি হয়ে;
জানালার ধারে বসে আমি
দূরত্বের রাস্তা আঁকি হৃদয়ের খাতাতে।

এ দূরত্ব নয়তো প্রেমের-
ভালোবাসার চাদরে শীতকাল।
প্রেমের অংক সহজ সমীকরণ
যদি থাকে প্রেম দুটি হৃদয়ে।

শহরের রাজপথে
দেখা হয়নি আমাদের সামনা-সামনি এখনো;
কথা হয় না আজও
তোমার দেওয়া কঠিন সমীকরণে।

যা কিছু ছিল আমার
সে তো আমার ভবিষ্যৎ
অতীতের কারাগারে
বন্দী আমি স্মৃতি হয়ে।

চোখে আমার উষ্ণ চৈত্রমাস
ফাগুনের ফুল ঝরে গেছে দূরত্বে-
এ শুধু কল্পনার রেখা টানা,
আমার কবিতা বাস্তব হয় লেখার পরে।

আমি আছি প্রেমের শহরে
রক্তের বৃষ্টি মৃত্যুলোকে।
দূরত্ব নতুন স্বপ্নের ঘুমে
চলে যাবো একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে।।

ভাবনার কলম

বাংলার আকাশ বাংলার বাতাস
খুঁজে যায় প্রেমিকাদের দল-
আমার ভাবনার কলম
গভীর রাতে জেগে ওঠে তখন,
একদিন মনে হয় তুমি
আমার নীল চোখের মনি'টাকে
ছিঁড়ে নিয়ে গেছো বিছানার বুকে
হাজারো নক্ষত্র জ্বেলে;
এক শতাব্দীতে মনে হচ্ছিলো আমার-তুমি কত চেনা-
হয়তো সেটা ঘুমের স্বপ্ন,
পৃথিবীর কত অচেনা পথ পার করে নীল জোনাকির মতো
তুমি উড়ছো আমার নীল আকাশের সীমানায়।

আমার ভাবনার কলম শতাব্দী থেকে শতাব্দী মৃত ছিলো
হাজারো দুঃখ সহ্য করে;
পৃথিবীর সমস্ত মৃত প্রেমিকদের কঙ্কাল ভাবনার কলমে দেখেছি আমি;
কত মহাযুগ পেরিয়ে তাহাদের প্রেমিকা'দের আশায়
চকচক করছিলো প্রেমিক'দের কঙ্কাল নক্ষত্রের আলোয়;

একাকী গভীর রাত্রে মিশরের নীলনদের উপর
হিরকের মতো জ্বলছিল মৃত প্রেমিকদের মন!
এটা ছিলো এক বিশ্বাসের রাত।

যে প্রেমিকেরা হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তাঁরাও একদিন হাজার হাজার নক্ষত্র সঙ্গে করে এনেছে;
যে প্রেমিকাদের দেখেছিলাম আমি এক মহাযুগ আগে
ঠিক তাঁরা আজ আমার ভাবনার কলমে বিদ্ধ হয়েছে।
চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে এখন-

বিশ্বাসের এক রাত্রে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল
এট অদৃষ্ট শক্তি!
আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বারে বারে ফিরে আসি,
আমার নীলাকাশে সেদিন যত তারা জ্বলছিল
তাঁরাও ঝরে পড়েছিল প্রান্তরে ঘাসের বিছানায়।
আমার হৃদয়ে গোলাপের নীল পাপড়ি ঝরে যায়
মৃত প্রেমিকদের মতো;
এক নিস্তব্ধতা বিশ্বাসের নাম করে
কত প্রেমিকাদের মনের মতো হয়ে যায়;
পৃথিবীর চিন্তা আমার হাজারো অচেনা পথ
দিনে দিনে কোথায় যেন হারিয়ে যায়!

আমার নীল চোখে ছায়াঘেরা ঘন রাত
মৃত লাশের পোশাক জড়িয়ে দেয় আমাকে,
তবুও আমার ভাবনার কলম লিখতে চাই মন।
আমি মৃত হই কখনও জীবিত হই
এটাই তো চমৎকার-
মৃত্যু আমারে হার মানাতে পারে না!
এটাই আমার এক অদ্ভুত বিশ্বাস।।

আগামী দিনের অপেক্ষায়

চারিদিকে মৃত্যুর বাতাবরণ
গ্রাস করছে সমগ্র মানব সমাজকে
হাহাকারের চিতার আগুন
ভস্মীভূত এক পলকে।
কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল
মানুষের রক্ত পান করে
তৃষ্ণার জ্বালা পূরণ করছে
অনেক বছর অপেক্ষার পর।
প্রান্তরে প্রান্তরে শুধু
ভয়ের অদৃশ্য লাইন
ছুঁতে পারে মানুষের
জীবনের লাইন কে।
গর্জে ওঠা বিষাক্ত বাতাস
পৌঁছে যাচ্ছে সবুজের মাঝে;-
অপেক্ষা করছে কালবৈশাখী ঝড়
নিমেষে প্রলয় ঘটানোর জন্য।
আগামী দিনের অপেক্ষায়
ধ্বংসের নতুন বার্তা
সব এক অহোরাত্র -এ
নিয়ে যাবে একদিনে।।

একটি জীবন

জীবনের কঠিন মর্মে এসে
আমি উপলব্ধি করেছি
এ জীবন একটিই-
বাস্তব অনুভূতি ভরা স্বপ্ন
প্রতিটি পদে পদে পূরণের আশায়
দিন গোনে অপলকে।
একটি জীবন কঠিন সাধনার ফলে মেলে
এই জীবনের অবদান গভীরতম
যা খোঁজার চেষ্টা করে আমার ভাবনা
এদিক ওদিক তাকিয়ে
প্রান্তরের অনাবিল রেণুতে।
আমি বারে বারে হেরে যায়
সমাজের মানুষের কাছে
যাহারা মিথ্যা চেতনার অগ্রদূত
কুড়ে কুড়ে খায় তাঁহারা
নিরঙ্কুশ মানুষের রক্ত।
একটি জীবনে প্রেম জাগ্রত হয়
প্রকৃতির সাথে সাথে থেকে থেকে
মানুষে মানুষে ভালোবেসে।
সত্য এক পাহাড় ছুঁয়ে
জীবন দাঁড়ায় মরণের কোলে
সকল দেনা থেকেই যায়
সমাজের বুকে বুকে।।